http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, p

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সঙ্গীসাথী পশু পাখি

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

সঙ্গীসাথী পশুপাখি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

Scanned & Edited By:
Shaibal & Jiku
shaibalrony@yahoo.com
01711982559

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

সঙ্গীসাথী পশুপাখি

প্রকাশক ❐ মনিরুল হক

অনন্যা

৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ❐ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ ❐ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
তৃতীয় মুদ্রণ ❐ আগস্ট ১৯৯৮

স্বত্ব ❐ লেখক

প্রচ্ছদ ❐ ধ্রুব এষ

কম্পোজ ❐ জীবন কম্পিউটারস্
৩৮/২-খ বাংলাবাজার ঢাকা

মুদ্রণ ❐ সালমানী মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংস্থা
৩০/৫ নয়াবাজার ঢাকা

দাম ❐ পঁয়ত্রিশ টাকা

উৎসর্গ
এষা ও নুহাস
ছোট মানুষ
ছোট বই।

shaibalrony@yahoo.com

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

ভূমিকা

আমার শৈশবটি কেটেছে অত্যন্ত আনন্দে। সেই আনন্দের ভাগ দেয়ার জন্যে মাঝে মাঝে স্মৃতিচারণ করতে ইচ্ছে করে কিন্তু বাজী ধরে বলতে পারি পরিচিত লোকজনের কথা লিখলে তাদের অনেকে লাঠি নিয়ে আমাকে তেড়ে আসবে।

পশু-পাখিদের নিয়ে সে সমস্যা নেই-তাই এই লেখা।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

সূচী

কুকুর	৭
টিয়া পাখি	১৩
লাল পেয়ে পোকা	১৯
বিড়াল	২৩
ইঁদুর	২৮
হরিণ	৩৩

shaibalrony@yahoo.com

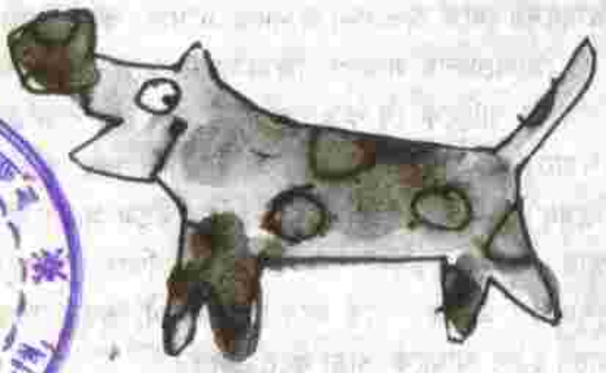

স্থাপিতঃ-১৯৭৭ ইং

কুকুর

আমরা তখন খুব ছোট। আব্বা বদলি হয়ে সিলেট থেকে এসেছেন দিনাজপুরের একেবারে উত্তরে জগদল নামে একটা খুব ছোট জায়গায়। পঁচাগড় থেকে মোষের গাড়ি করে সেখানে যেতে হয়। আমরা যখন পৌছেছি তখনো বেলা ডোবেনি কিন্তু চারদিক এর মাঝে কী নির্জন সুমসাম। যেখানে থাকার কথা সেটি একটি জমিদার বাড়ি, দেশভাগ হবার পর জমিদার সব ছেড়ে ছুড়ে চলে গেছে। চারদিকে ঘন জঙ্গল, মাইলের পর মাইল শুধু গাছ আর গাছ, তার মাঝে বেশিরভাগই আম গাছ। বাড়ির সামনে কুয়া, একটু দূরে অনেকগুলি তালগাছ সেখানে বাবুইপাখির বাসা বাতাসে দুলছে। পাশে একটা মন্দির, সামনে বাঁধানো বারান্দা ভিতরে নানা দেবদেবীর মূর্তি। দিনের বেলাতেই অন্ধকার নেমে এসেছে, কেমন গা ছম ছম করা ভাব!

আমরা অনেক কয়জন ভাইবোন সবাই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছি তার মাঝে কে জানি হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। সবাই তাকিয়ে দেখি একটা কুকুর, কালো মোটাসোটা, আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। খ্যাপা ট্যাপা কিছু নয়, একটু পরেই বুঝতে পারলাম, ভারী ভদ্র কুকুর সেটি। সে এ বাড়ির কুকুর বাড়িতে কেউ থাকুক আর নাই থাকুক সে কখনো বাড়ি ছেড়ে যায় না!

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

[illegible] র্থনা জানাতে এসেছে, কাছে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে থাকে।

[illegible] সেই প্রাচীন জমিদার বাড়িকে যে কত রহস্যময় মনে হত বলে বোঝানো যাবে না। এখানে সেখানে অসংখ্য কুঠুরি, দোতলায় তালা মারা ঘর আমাদের সেখানে যাওয়া নিষেধ! উঁকি মেরে দেখা যায় ছবির মতন সাজানো কাচঘর, রকমারি পুতুল আর খেলনা ছড়ানো, কে যেন উঠে গিয়েছে এক্ষুনি আসবে! সিঁড়ি ঘরে দুপুরবেলা একদিন ভয়ে ভয়ে গিয়েছিলাম, ভূতুড়ে অন্ধকার ঘর, হাজার হাজার বাদুর হঠাৎ আমাকে তাড়া করে এল!

রাত্রিবেলা হারিকেনের আলোতে এত বড় বাড়ির অন্ধকার দূর করা যায় না। এখানে সেখানে অন্ধকার জমাট বেঁধে থাকে। তাড়াতাড়ি খেয়ে আমরা শুয়ে পড়ি, ছাদের দিকে তাকিয়ে ঘুম আসতে চায় না ভয়ে, যদি কখনো কড়িকাঠ থেকে বড় লোহার বিমটা খসে পড়ে! একদিন শুয়েছি, ঘুম আসবে আসবে করছে হঠাৎ শুনি আম্মার চিৎকার! সবাই ছুটে গেলাম আম্মার কাছে, হাত পাখার ডাটা দিয়ে মাটিতে চেপে রেখেছেন অতিকায় বীভৎস একটা বিছে। ছুটে যাবার চেষ্টা করছে সেটি, ল্যাজ দিয়ে বারবার কামড়ে ধরছে পাখার ডাটাকেই! আমাদের ছোট ভাইটা তখন নেহায়েতই ছোট, তাকে শুইয়ে রেখে একটু সরেছেন ফিরে এসে দেখেন বিছে ঘুর ঘুর করছে।

সেই থেকে রাতে শোয়ার পর তিনবার চারবার করে পরীক্ষা করা হতে থাকল মশারি ঠিক করে গোঁজা হয়েছে কি না। রাতে খালি পায়ে হাঁটা নিষেধ, আমরা খড়ম পরে খটাশ খটাশ করে ঘরময় হেঁটে বেড়াতে থাকলাম। আমের সময় তখন, আম খেতে খেতে আমাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে গেল, আমের রসে হাত চটচটে হয়ে থাকে সুযোগ পেলে গেঞ্জিতে হাত মুছে ফেলি। চটচটে আঠালো প্রায় আধ ডজন ছেলেমেয়েকে পরিষ্কার করতে করতে আব্বা আম্মা ত্যক্তবিরক্ত হয়ে গেলেন। সমস্যার সমাধান করে দিলেন আব্বা, চারগজ সাদা কাপড় কিনে বাসার সামনে বাঁশ পুঁতে, উপর থেকে ঝুলিয়ে দিলেন। গেঞ্জিতে হাত মোছা নিষেধ, এখন থেকে এই কাপড়ে হাত মুছতে হবে। কাপড়ের একদিক চিটচিটে আঠালো হয়ে গেলে কাপড়টা উল্টে দেয়া হতো, ধুতে হতো সেটা কদিন পরে পরেই।

জমিদার বাড়ি থেকে বের হয়ে খানিকদূর গেলেই দেখা যায় একটা ভাঙা গাড়ি। কতদিন থেকে পড়ে আছে কে জানে, ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, ভিতর থেকে গাছ লতাপাতা বের হয়ে গাড়িটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। আমি টানাটানি করে একটা গাড়ির স্প্রিং খুলে আনলাম একদিন, লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে সেটাকেই ঘুরিয়ে বেড়াতাম কুয়োতলায়, কল্পনায় সেটাই আমার গাড়ি।

একটু দূরেই নদী, নদীর ওপারে ভারতবর্ষ। একটা পিলারের এপাশে আমাদের দেশ ওপাশে অন্য দেশ ব্যাপারটা বুঝতেই আমার অনেকদিন লাগল। বড়ভাই সাঁতরে নদী পার হয়ে একদিন পিলারটা ঘুরে দেখে তার উপর বসে থাকল, সেটা নাকি বিদেশ ভ্রমণ। ব্যাপারটা গোপনীয়, বাসায় গিয়ে বলা নিষেধ! নদীতে পানি খুব কম, যেটুকু আছে স্বচ্ছ কাঁচের মতো। ছোট ছোট চিংড়ি মাছ পানিতে স্থির হয়ে বসে থাকে, আমাদের দেখে তিড়িং করে পানিতেই একটা ছোট লাফ দিয়ে সরে যায়। একটু দূরে বসে আমাদের লক্ষ্য করে, ভাবখানা বোঝার চেষ্টা করছে আমাদের মতলবটা কী! কেউ পানিতে ডুব দিলে উপর থেকে দেখতে তাকে অদ্ভুত একটা ভয়াবহ চিনে মানুষের মতো দেখায়। আমাদের ভয় দেখাত বড়রা, চেনা মানুষ তবু ভয় পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিতাম সবাই!

মাঝে মাঝে নদীতীরে হেঁটে বেড়াতাম আমরা। বন মোরগেরা চড়ে বেড়াত সেখানে, আমাদের দেখে পাখির মতো উড়ে উড়ে গাছের মগডালে গিয়ে বসত! গাছপালা লতাপাতা ঢাকা মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ জনমানবহীন এলাকা, ছবির মতো সুন্দর।

আমি তখন নেহায়েতই ছোট। পড়াশোনা মাত্র শুরু করেছি, এখন মাত্র বর্ণপরিচয় হচ্ছে। বড় ভাই বোনেরা সুর করে পড়ে হিংসাতুর দৃষ্টিতে তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। অবসর সময়ে কুকুরটাকে বোঝার চেষ্টা করছি। কুকুরটা মানুষের মত বুদ্ধিমান। এত ভদ্র যে দেখে মাঝে মাঝে আমাদেরই লজ্জা লেগে যায়! সে ভুলেও কখনো ঘরের ভিতরে ঢুকে না। হাজার উৎপাত করলেও প্রায় হাসিমুখে সবকিছু সহ্য করে, ভাবখানা অবুঝ বাচ্চা ছেলে এদের উপরে রাগ করি কী মুখে? তার সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যবহার দেখেছিলাম প্রথম দিন। আমরা

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

খাওয়াদাওয়া শেষ করে হাড়গোড় ছুড়ে দিয়েছি কুকুরটাকে, কুকুরকে যেভাবে দেয়া হয়। সে সেগুলির দিকে তাকিয়েও দেখল না যদিও সবাই পরিষ্কার বুঝতে পারছি বেচারা ক্ষুধার্ত, কিছু একটা খেতে চায়। খানিকক্ষণ উসখুস করে সে উঠে গেল, একটু পরে ফিরে এল মুখে একটা ভাঙা বাটি নিয়ে, আমাদের পায়ের কাছে বাটিটা রেখে সে উৎসুকভাবে লেজ নাড়তে থাকে। ইঙ্গিতটি খুবই সহজ, সে মাটিতে ছুড়ে দেয়া খাবার খেতে অভ্যস্ত নয়, তাকে বাটিতে করে খাবার দিতে হবে। কুকুরটার প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে এল।

বেশ কাটছিল আমাদের দিনগুলি, ছেলেবেলার দিন যেরকম বৈচিত্রময় হয় সেরকম বৈচিত্র আর কোথায় আছে! আসলে হয়ত কিছুই বিচিত্র নয়, সবই একঘেয়ে সাদামাঠা, কিন্তু ছেলেবেলার রঙিন চোখে একঘেয়ে কিছুই নয়, সবই বিচিত্র, সবই বিস্ময়কর, রহস্যময়! এর মাঝে একদিন সত্যি সত্যি একটা অঘটন ঘটল।

আমরা ভাইবোনেরা মন্দিরের বারান্দায় বসে আছি। চকচকে শীতল শান-বাঁধানো, বারান্দা, পা ছড়িয়ে বসে কড়ি খেলতে ভারী মজা। ছোট ভাইটি তখন একেবারেই ছোট, যা কিছু হাতের কাছে পায় মুখে পুরে দেয়ার বয়স। পিঁপড়ে মেরে খাওয়া শুরু করেছে অল্প কয়দিন হল তাই একটু চোখে চোখে রাখতে হয়। সবাই বসে আছি এর মাঝে হঠাৎ গলা ফাটানো চিৎকার, সাপ! সাপ!! সাপ!!!

সাপ ছোট হোক আর বড় হোক, বিষাক্ত হোক আর নির্বিষ হোক, এমন ভয় ধরিয়ে দেয় যে সেটা আর বলার মত নয়। চেরা জিব লকলক করে যখন এঁকেবেঁকে আসতে থাকে তখন ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। প্রাণ নিয়ে ছুটলাম আমরা—খানিকদূরে গিয়ে মনে পড়ল ছোট ভাইটিকে রেখে এসেছি। আবার চিৎকার করতে করতে ছুটলাম মন্দিরের কাছে। সবাই দেখলাম তখন সাপটাকে, একটা লাঠির পাশে সাবধানে নিজেকে ঢেকে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের ভিতর থেকে এসেছে, কোথায় যাবে কে জানে। মাথাটা একটু তুলে জিব বের করে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে।

আমাদের চিৎকার শুনে বড়রা লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে আসছে কিন্তু সবার আগে ছুটে এল কুকুরটা। কখনো কোন ঘরের ভিতর বা বারান্দায় সে উঠে না

কিন্তু কেমন করে সে বুঝতে পারল এখন বিপদের সময় নিয়মকানুনের সময় নেই, ছুটে গিয়ে সে সাপটাকে কামড়ে ধরে সরিয়ে নিল। সাপটা তখন কুকুরটার গলা পেঁচিয়ে ছোবলের পর ছোবল দিচ্ছে কিন্তু কুকুর তাকে ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত যখন সাপটি ছাড়া পেল তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই, কেউ কোনো ঝুঁকি নিল না, সেই অর্ধমৃত সাপটাকেই লাঠির আঘাতে শেষ করে দেয়া হল।

সবাই বলল কুকুরটা বাঁচবে না, সাপের বিষ খুব মারাত্মক জিনিস। কুকুরটা কিন্তু তখন তখনই মারা গেল না। হয়তো সাপটা আসলে বিষাক্ত ছিল না। কিংবা বিষাক্ত ঠিকই ছিল কিন্তু ছোবল দিলেও বিষটা ঠিক ঢেলে দিতে পারেনি। কুকুরটা খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে চলে গেল।

কয়দিনের ভিতরেই কুকুরটার পরিবর্তন খুব স্পষ্ট ধরা পড়ল। যেখানে যেখানে সাপের ছোবল খেয়েছে বিষাক্ত ঘা হয়েছে সেখানে, যন্ত্রণায় ছটফট করে, কাছে কেউ এলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তাকে কামড়াতে যায়। আগে কখনো বাসার ভিতরে ঢুকত না, এখন কারো পরোয়া না করে ঘরের ভিতর ঢুকে বিছানার নিচে শুয়ে থাকে। মুখের লালায় খাটের নিচে মাখামাখি হয়ে যায়। ভালো হয়ে যাবে ভালো হয়ে যাবে আশা করে থাকলাম সবাই কিন্তু অবস্থা আরো খারাপ হল, তার ঘা থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকল, বাসায় এলে এখন দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়া হয়, ধুঁকতে ধুঁকতে সরে যায় তখন। দুঃখে আমাদের বুক ভেঙে যাবার অবস্থা।

বড়রা সমস্যার সমাধান বের করল খুব তাড়াতাড়ি। কুকুরটা খ্যাপা হয়ে যাচ্ছে, খ্যাপা কুকুরের মত ভয়ংকর জিনিস আর কী আছে? কাজেই এটাকে মেরে ফেলতে হবে। কুকুরটার জন্যেও ভালো, যন্ত্রণায় আর কষ্ট পেতে হবে না। আমরা তখন নেহায়েতই ছোট, আমাদের কোনো বক্তব্য নেই, তাই চুপচাপ মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে গেলাম।

পরদিনই একটা দোনলা বন্দুক জোগাড় করে তাতে গুলি ভরা হল। একজন বন্দুকটা নিয়ে বের হল কুকুরটাকে মারতে। আমাদের তখন বাসার ভিতরে থাকার কথা কিন্তু চুপি চুপি বের হয়ে এলাম। খানিকটা ভয় খানিকটা দুঃখ কিন্তু বেশির ভাগই কৌতূহল। কুকুরটা মানুষের মতন বুদ্ধিমান, বন্দুক হাতে একজনকে দেখে কীভাবে জানি বুঝে গেল তার সময় শেষ। শেষবারের

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

করা হল। নিখুঁত নিশানা, এক গুলিতেই কুকুরটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। আমরা পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম, ছুটে যখন হাজির হলাম তখন সব শেষ, কুকুরটা ঘুমের ভঙ্গিতে মুখ অল্প হাঁ করে মরে পড়ে আছে।

আমি ছোট, সেই অধিকারে গুলির খালি কার্তুজটা আমিই পেলাম, ভিতরে তখনো বারুদের গন্ধ। এই কার্তুজটা দিয়েই কুকুরটাকে মারা হয়েছে এই ধরনের বড় কোন উপলব্ধি আমার হয়নি, বেচারা এত ভালো কুকুরটা আর বেঁচে নেই এই দুঃখটাই ভুলতে পারছিলাম না। কিন্তু কুকুরটাকে তো ইচ্ছে করে গুলি করে মারা হয়েছে, যাকে ইচ্ছা করে মারা হয় তার জন্যে কি দুঃখ করতে হয়? বয়স কম ছিল বলে এই প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল না, তাই বন্দুকের খালি কার্তুজটায় হাত বুলাতে বুলাতে চেষ্টা করলাম ঘটনাটা ভুলে যেতে।

যেন ভুলে যাওয়া এতই সহজ!

টিয়া পাখি

আমরা তখন বান্দরবনে থাকি। এর আগে ছিলাম রাঙ্গামাটিতে, তার মাটি রাঙ্গা ছিল না কিন্তু বান্দরবন সত্যিই বানরের বন। শঙ্খ নদীর এপার থেকে দেখা যায় হাজার হাজার বানর ওপারে পাহাড়ের উপর বাঁদরামো করছে। সে এক দৃশ্য বটে, একজনের লেজ ধরে আরেকজন দোল খাচ্ছে গাছের উপর থেকে নিচে, নিচে থেকে উপরে সার্কাসের খেলার মত কসরত। ছোট ছোট পুতুলের মত বাচ্চারা তাদের মাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, আর চেঁচামেচি তো আছেই, শুনে মানুষ লজ্জা পেয়ে যায়।

ভারী সুন্দর ছিল জায়গাটা। চারিদিকে পাহাড় মাঝখান দিয়ে ছবির মতো নদী বয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সুদৃশ্য "ক্যাং ঘর"—বৌদ্ধদের উপাসনার জায়গা, ভিতরে অপূর্ব সব বৌদ্ধমূর্তি। বান্দরবনের সত্যিকার আকর্ষণ ছিল সেখানকার লোকজন। আমাদের মতো বাঙালিই ছিল কম, বেশির ভাগই উপজাতীয় লোকেরা। আমাদের স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের মাঝেও বেশির ভাগই ছিল মগ আর চাকমা। আমার প্রাণের বন্ধু ছিল একটি মগ ছেলে, নাম যতদূর মনে পড়ে থোয়াংসা চাই, একদিন জিজ্ঞেস করলাম আজ কী দিয়ে খেয়ে এসেছ? বলল, পোকা ভাজি! এখন শুনলে হয়ত অবাক হতাম, তখন হইনি! ছোট হওয়ার

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

মজাই এটা, প্রাণের বন্ধু যখন বলে সে পোকা ভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছে তখন মনে হয় সত্যিই তো, পোকা ভাজার মতো ভাল খাবার আর কী আছে?

একদিন স্কুলের মাঠে কে একজন একটা সাপ দেখে ফেলল, ব্যাস আর যায় কোথায় সবাই দল বেঁধে গেল হেডমাস্টারের কাছে, স্কুল ছুটি চাই। হেডমাস্টার নিশ্চয়ই ব্যাপারটা জানতেন, তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি দিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন। তারপর শুরু হল এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সব মগ ছেলেমেয়ে স্কুলের মাঠে নেমে গেল সাপের খোঁজে, একটা সাপ পেলেই তার ল্যাজ ধরে এমন এক হ্যাঁচকা টান মারে যে সাপের বারটা বেজে যায়। সন্ধ্যার আগে আগেই সবাই স্কুল পরিষ্কার করে ফেলল, যাবার সময় সবার হাতে এক বাণ্ডিল করে সাপ, আমরা যেরকম কচুশাক কিনে আনি! সবার বাসাতেই নাকি আজ মহাভোজ হবে। সাপের ঝোলের মতো খাবার নাকি কিছু নেই। সময়টা নিশ্চয়ই সাপের বাচ্চা হবার সময় ছিল, এছাড়া একজায়গাতে এক সময়ে এত সাপ কোথা থেকে এল সেটা আরেক রহস্য।

বিচিত্র জায়গা ছিল বান্দরবন, একদিন বাসার সামনে সবাই মিলে খেলছি হঠাৎ কোথা থেকে একটা লোক ছুটে এল। তার মাথায় পিছন থেকে কে যেন একটা চাকু মেরেছে আর তাই চাকুটা মাথা ফুটো করে সামনে দিয়ে বের হয়ে এসেছে, রক্তে সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে। দেখে আমাদের দাঁতে দাঁত লেগে যাবার অবস্থা কিন্তু লোকটা সেই অবস্থায় টলতে টলতে দুলতে দুলতে ছুটে এল, বিড়বিড় করে কী যেন বলছে, কান পেতে শুনলাম আমাদের অভয় দিয়ে সুর করে বলছে, খোকারা ভয় পেয়ো না, আমি বহুরূপী, এরকম সেজে এসেছি, আমার কিছু হয়নি, খোকারা ভয় পেয়ো না। আমাদের মাঠে একটা চক্কর দিয়ে পাশের বাসায় চলে গেল একই অবস্থায়। আরেকদিন রাতে সে সেজে এল দৈত্য হয়ে, একেবারে যেন আরব্য উপন্যাস থেকে উঠে এসেছে। মাথায় শিং, মুখে দাড়ি গায়ের রং টকটকে লাল। অতিকায় আকার, গায়ে জমকালো পোশাক, হাঁ করতেই মুখ থেকে আগুন বের হয়ে এল। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। পরদিন ভোরে দেখি বাসার সামনে একজন কালো শুকনো ছোটখাট মানুষ মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছে, বখশিশের জন্যে এসেছে, সে-ই নাকি বহুরূপী!

বান্দরবনের গল্প শেষ হবার নয়, একদিন স্কুল থেকে ফিরে শুনি একটা বাঘ মারা পড়েছে, বাঘটাকে নাকি থানার সামনে আনা হয়েছে। ছুট ছুট ছুট, দেখার জন্যে। সত্যিই থানার সামনে অতিকায় এক চিতাবাঘ লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, খোঁচা দিয়েও বিশ্বাস হয় না যে লাফিয়ে উঠবে না। বাঘটাকে মেরেছে একজন মগ লোক একটা কুড়াল দিয়ে। বনে লাকড়ি কাটছিল, হঠাৎ পিছন থেকে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপর। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে সুযোগ পেয়ে একসময়ে কুড়াল দিয়ে এক কোপ, এক কোপেই বাঘের জান শেষ। মগ লোকটি এখন হাসপাতালে আছে। ছোট জায়গা থানা হাসপাতাল সব কাছাকাছি, তাই আবার ছুট মগ লোকটিকে দেখার জন্যে। সত্যি সত্যি সেই মগ লোক হাসপাতালের বেডে বসে আছে; অতিকায় পাহাড়ের মত পেশিবহুল দেহ, হাতে ব্যান্ডেজ মুখে বিব্রত হাসি।

আর একদিনের ঘটনা, শুনলাম একটা ডাকাত নাকি ধরা পড়েছে। আরাকানের ডাকাত স্থানীয় অঞ্চলে ডাকাতি করতে আসে নৃশংস বলে বদনাম। ডাকাতটি নাকি গুলি খেয়ে সেই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কয়েকমাইল দৌড়ে গেছে, অনেক কষ্ট করে তাকে ধরা হয়েছে। আব্বার অফিসে সে এখন আছে, আব্বা পুলিশের চাকরি করেন, অফিসে তার জবানবন্দি নিচ্ছেন। অফিস বাসার সাথে তবু ছুটে গেলাম সবাই! কিন্তু ডাকাতটি দেখে আমাদের আক্কেলগুড়ুম, অথর্ব বুড়ো একজন মগ! ভাঙা ভাঙা বাংলা আর মগ ভাষা মিশিয়ে কবে কোথায় ডাকাতি করেছে তাই বর্ণনা করছে!

প্রায়ই ডাকাতি হত তখন, আব্বাকে তখন যেতে হত তদন্ত করতে। কোনরকম যানবাহন নেই, যতটুকু সম্ভব নৌকায়, বাকিটুকু হেঁটে যেতে হত, অনেকদিন লাগত ফিরে আসতে। বুনো এলাকা ডাকাত ছাড়াও বন্য জীবজন্তু আছে, আম্মার দুশ্চিন্তার শেষ থাকত না। আমরা হঠাৎ একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখতাম আব্বা ফিরে এসেছেন, বসে বসে গল্প করছেন কী হল কী না হল। একবার ফিরে এসে আম্মাকে বললেন, মাথাটা কেমন ধরে আছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও দেখি। আম্মা মাথায় হাত দিয়ে দেখেন কেমন জানি ভিজে পিছলে পিছলে লাগে। ভালো করে তাকিয়ে দেখেন একটা মস্ত বড় জোঁক। আম্মার চিৎকার দেখে কে! আমরা মহা হৈ চৈ করে জোঁকটাকে বাইরে

নিয়ে পিটিয়ে শেষ করে দিলাম।

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

[illegible] ফিরে এসেছেন সাথে একটা টিয়াপাখির বাচ্চা, কোথায় [illegible] করে গায়ে পালকও গজায়নি কিন্তু কী তার তেজ! সামনে আঙুল নেড়ে ভয় দেখালে তেড়ে ঠোকর মারতে আসে। আব্বা টিয়াপাখির জন্যে বাঁশ দিয়ে একটা দাঁড় বানিয়ে দিলেন, দুপাশে খাবার আর পানির জায়গা, মাঝে একটা কাঠি সেখানে বসে থাকবে। ঝোলানোর জন্যে উপরে ব্যবস্থা রয়েছে। টিয়াপাখির বাচ্চা গম্ভীর হয়ে তার জায়গায় বসে থাকে, আমরা নানারকম খাবারদাবার হাজির করতে থাকি। বেছে বেছে ঝাল কাঁচা মরিচের জন্যে তার কেমন জানি একটা রুচি দেখা গেল!

যত্ন আমরাই চব্বিশ ঘণ্টা করছি কিন্তু কেমন করে জানি তার খাতির হল আব্বার সাথে। এত কষ্ট করে তার জন্যে বাসা বানানো হয়েছে কিন্তু তার সেখানে থাকার নাম নেই, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। বেশিরভাগ সময় আব্বার অফিসে গিয়ে আব্বার কাঁধে বসে থাকে। লোকজন আসছে যাচ্ছে, আব্বা কাজকর্ম করছেন সে তার থোড়াই পরোয়া করে। মাথা ঘুরিয়ে মাঝে মাঝে দেখে, ভাবখানা কাজকর্ম ঠিকমত হচ্ছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে। আস্তে আস্তে সে আরো মস্তান গোছের হয়ে উঠল। আব্বা খুব সিগারেট খান, সে সিগারেট খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়ে নিল। সাবধানে আব্বার মুখ থেকে সিগারেটটা নিয়ে নিজের মুখে ধরে রাখে, খানিকক্ষণ পর সিগারেটে টান দেবার জন্যে সিগারেটটা আব্বার মুখে গুঁজে দেয়। আব্বার সিগারেট খাওয়া মাথায় উঠল কিন্তু তার উৎসাহের কোনো শেষ নেই।

কিছুদিন পর এক ডাকাতির কেস তদন্ত করতে আব্বাকে সপ্তাহখানেকের জন্যে চলে যেতে হল। টিয়াপাখিটা একদিন মনমরা হয়ে বসে থেকে শেষে উড়ে চলে গেল। আমরা সবাই খুব আফসোস করলাম। এটাকে বেশি তোয়াজ না করে গোড়া থেকেই পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত ছিল, সবাই এ বিষয়ে একমত হলাম। কিন্তু পাখি উড়ে গেছে এখন আর বলে লাভ কী?

কয়দিন পরে আব্বা ফিরে এসেছেন, এবারে সাথে এনেছেন কাঠি দিয়ে তৈরি ছোট ছোট এক ধরনের জিনিস, এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে

জিনিসটি যেভাবেই ফেলা হোক একটা সূচাঁলো মাথা সবসময়েই খাড়া হয়ে থাকে। ডাকাতেরা ডাকাতি করার আগে সেখানকার থানার চারপাশে এগুলি [illegible] হৈচৈ শুনে পুলিশ যখন তাড়াতাড়ি বের হতে যায় পায়ে ফুটে একটা মহা ঝামেলার সৃষ্টি হয়। ভারি জুতো পরে বের হতে হতে ডাকাতেরা পগার পার। ডাকাতের বুদ্ধি দেখে আমরা চমৎকৃত! সূঁচালো মাথায় বিষ থাকতে পারে, পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হবে, আমরা তাই বেশি নাড়াচাড়া না করেই ফিরিয়ে দিলাম।

বাইরে এসে দেখি টিয়াপাখি ফিরে এসে তার জায়গায় গম্ভীর হয়ে বসে আছে। খুশিতে ছুটে গিয়ে আদর করার চেষ্টা করতেই একটা ঠোকর দিয়ে আমার হাতের খানিকটা গোশত তুলে ফেলল, বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ভদ্রতার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। সাবধানে বড় দেখে একটা ঝাল কাঁচা মরিচ তার দিকে এগিয়ে দেয়া হল, এক হাতে (নাকি পায়ে?) ধরে খুব তারিয়ে তারিয়ে খেল সেটা।

এরকমই চলতে থাকে। পুরোপুরি স্বাধীন একটা পাখি, যখন যা খুশি করে তবে থাকে আমাদের বাসায়। আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠেছে, লম্বা ল্যাজ লাল টুকটুকে ঠোঁট আর কী সুন্দর কলাপাতা সবুজ গায়ের রং, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। আব্বা যখন কয়দিনের জন্যে কোথাও যান সেও উধাও হয়ে যায়। আব্বা যখন ফিরে আসেন সেও ফিরে আসে। কীভাবে খোঁজ রাখে কে জানে।

এর মাঝে একদিন খবর এল আব্বা চাটগাঁ বদলি হয়েছেন, শুনে আমাদের খুশি দেখে কে। বান্দরবন নিয়ে আমাদের কোন অভিযোগ নেই কিন্তু নূতন জায়গার একটা অন্যরকম আকর্ষণ। হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল, জিনিসপত্র বাঁধা বাঁধি, এক মহা উৎসবের ব্যাপার।

চলে আসার ঠিক আগে একজন, আমাদের খুব বন্ধু মানুষ টিয়াপাখিটা তাদের কাছে রেখে যেতে বলল তারা নাকি খুব যত্ন করে রাখবে। কেউ কিছু একটা চাইলে তাকে সেটা দিতে হয়, তা ছাড়া বুনো একটা পাখি সেটাকে নিয়ে যাওয়াও মহা ঝামেলার ব্যাপার। অন্য সময় হলে আমরা কিছুতেই রাজি হতাম না কিন্তু এখন নূতন জায়গায় যাওয়ার উত্তেজনায় আমরা বেশি আপত্তি করলাম না। আব্বার সেই বন্ধুটি টিয়াপাখিটি নিয়ে কোনো ঝামেলার মাঝে গেল না,

সোজা খাঁচায় পুরে ফেলল। চমৎকার নূতন ঝকঝকে খাঁচা, আমরা পাখিটার
[illegible]

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

[illegible] পুরানো বন্ধুবান্ধব ছেড়ে এসেছি, এখন আবার নূতন করে বন্ধু তৈরি করতে হবে। নূতন স্কুলে যাওয়া শুরু করেছি, এখানকার নিয়মকানুনও ভিন্ন। এর মাঝে একদিন বান্দরবন থেকে আব্বার সেই বন্ধুটির চিঠি এল। আমরা চলে আসার পর সবাই কেমন আমাদের অভাব অনুভব করছে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু লিখা। চিঠির শেষে টিয়াপাখিটির খবর, আমরা চলে আসার কয়দিনের ভিতরেই পাখিটি মারা গেছে। পাখিটির কী হয়েছিল তাঁরা জানেন না, তবে সন্দেহ করছেন হয়ত বাইরে থেকে ঠাণ্ডা লেগেছিল।

কেউ আমরা কখনো স্পষ্ট করে বলিনি, কিন্তু মনে মনে সবাই জানি যে পাখিটাকে আসলে আমরাই মেরেছি। এরকম ভবঘুরে স্বাধীন একটা পাখিকে জোর করে খাঁচায় পুরে রাখলে সে কখনো বেঁচে থাকতে পারে? আর বেঁচে যদি থাকতোও পাখিটার কাছে সে জীবনের কোনো মূল্য থাকত?

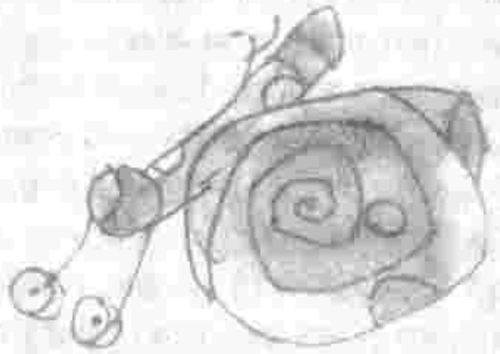

লাল পেয়ে পোকা

আমরা তখনো চট্টগ্রামে থাকি। আমি একটু বড় হয়েছি, স্কুলে যাই অবসর সময়ে সারা শহর চষে বেড়াই। বাসার পিছনে পাহাড়, কখনো কখনো সেখানে যাই। দুই পাহাড়ের মাঝখানে বুনো পেয়ারার গাছ। হাঁটু উঁচু গাছ, পেয়ারাগুলি ছোট কিন্তু খেতে ভারি মজা। স্কুলে অনেক বন্ধু, তারা বেড়াতে এলে সবাই মিলে পাহাড়ে ডাকাত ডাকাত খেলি।

চট্টগ্রামের পাশে বঙ্গোপসাগর, বাসা থেকে বেশ অনেকটা দূরে, একা একা যাবার অনুমতি নেই। সবাই মিলে মাঝে মাঝে যাওয়া হয়। সমুদ্র সব সময়েই একটা দেখার মত জিনিস, কিন্তু প্রথমবার সমুদ্র দেখার অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা নেই। দম বন্ধ হয়ে আসে, বিস্ময়ে চোখের পাতা পড়তে চায় না; ভয় নয় বিস্ময় নয় অন্য কী একটা অনুভূতি যেন অভিভূত করে ফেলে। সমুদ্র থেকে চোখ সরিয়ে বালুবেলার দিকে তাকালেও আরেক বিস্ময়। কত শামুক ঝিনুক লতাপাতা গাছগাছালি একটা জীবন বুঝি সেসব দেখেই কাটিয়ে দেয়া যায়।

যাই হোক একদিন আব্বা কী একটা কাজে সমুদ্রতীরে গিয়েছেন, ফিরেছেন সন্ধ্যার দিকে, হাতে একটা কাগজের বাক্স। বাসায় ঢুকেই বললেন সবাই দেখে

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

যাও কী এনেছি! আমরা পড়িমরি করে ছুটে এলাম, বাক্সটা বেশ ছোট ভিতরে [illegible] আব্বা সাবধানে বাক্সটা নামিয়ে রেখে ঢাকনাটা খুলে [illegible] এল। জিনিসটা ইঞ্চি চারেক উঁচু একটি পোকা, অনেকটা কাঁকড়া মাকড়শা এবং চিংড়ি মাছের মিশ্রণ। জিনিসটার লম্বা লম্বা পা এবং হাঁটে ধীরে ধীরে অনেকটা চিন্তাশীল মানুষের মতো। গায়ের রং লাল, চোখগুলি সবচেয়ে আশ্চর্য, ছোট ছোট দুটি কাঠির আগায় দুটি চোখ, বৈজ্ঞানিক কল্প-কাহিনীতে ভিন্ন গ্রহের অধিবাসীর যেরকম বর্ণনা থাকে। পোকাটি বাক্স থেকে বের হয়ে হেঁটে হেঁটে চারদিকে ঘুরে বেড়াল, তারপর হঠাৎ কী মনে করে বাক্সে ফিরে গেল। এতক্ষণ খেয়াল করিনি, বাক্সের ভিতর একটা শঙ্খ রয়েছে, পোকাটি কীভাবে কায়দা করে শঙ্খটি তুলে নিজের ঘাড়ে বসিয়ে নিল, তারপর সেটা পিঠে নিয়ে আবার এলাকাটা পর্যবেক্ষণ করতে বের হল।

বাসার লোকজন একেকজন একেকভাবে নিজেকে ব্যক্ত করল। কেউ ঘেন্নায় প্রায় বমি করে দেয়, কেউ ভয়ে চিৎকার করে উঠে একটা চেয়ারে লাফিয়ে উঠে, কেউ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকে, অন্যেরা কৌতূহলী হয়ে ভাল করে দেখার জন্যে আরেকটু এগিয়ে যায়। এটা কী, আব্বাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। আব্বা জানেন না। সমুদ্রতীরে পেয়ে তুলে এনেছেন, স্থানীয় কয়েকজনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন তারাও বলতে পারে না। আমরা অনেক চিন্তা ভাবনা করে বের করলাম এটি হচ্ছে শঙ্খের পোকা, আমরা যেসব শঙ্খ ঘরে সাজিয়ে রাখি সেগুলি হচ্ছে এই পোকাগুলির খোসা! যে জিনিসটা নিয়ে সবারই একটু সন্দেহ হচ্ছিল সেটি হচ্ছে যে শামুক ঝিনুক আর শঙ্খ তো একই ধরনের জিনিস। শামুক বা ঝিনুকের ভিতর যে প্রাণীটা থাকে সেগুলির তো পা থাকে না, লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে বেড়ায় না। সবচেয়ে বড় কথা সেগুলি কখনো তাদের খোলস থেকে বের হতে পারে না, বের করার চেষ্টা করলে গুটিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়, তখন খোলস ভেঙে বের করা ছাড়া আর কোন বুদ্ধি নেই। তাহলে এই পোকাটা শঙ্খের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে কেমন করে?

যাই হোক পোকাটা বাসায় একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে রাখল। আমাদের

বন্ধু বান্ধবেরা দূর থেকে পোকাটিকে দেখতে এল, কেউ এধরনের কিছু আগে কখনো দেখেনি। আমরা ভাব করতে লাগলাম এরকম একটা পোকা সৃষ্টি করার পুরো কৃতিত্বটাই যেন আমাদের! চব্বিশ ঘন্টা পার হবার পরই আমাদের সবার পোকাটির জন্যে মায়া লাগা শুরু হল। গত চব্বিশ ঘন্টা সে কিছুই খায়নি, কী খায় আমরা জানিও না। নানা রকম খাবার দিয়েছি সে ছুঁয়েও দেখেনি। হয়ত বেশিরভাগ সময় পানিতে থাকে এখন শুকনোতে থেকে কষ্ট হচ্ছে। কে জানে হয়ত ছেলেমেয়ে বন্ধুবান্ধব ছেড়ে এসে এখন মন খারাপ করছে। পোকাটা এক মুহূর্তও থেমে থাকে না, শঙ্খটা পিঠে নিয়ে এদিকে সেদিকে হাঁটে, আমাদের ভয় পায় না খুব কাছে এসে দেখে যায়। মাঝে মাঝেই তার পিঠের শঙ্খটা কোথাও যত্ন করে খুলে রেখে আসে, সেটা একটা দেখার মতো জিনিস। মানুষ পিঠ থেকে ভারি বোঝা যেভাবে নামায় অনেকটা সেরকম। শঙ্খটা খুলে রেখে আসার পর ওজন কমে যাওয়ায় সে তখন আরো জোরে ছুটতে পারে। খানিকক্ষণ ছোটাছুটি করে আবার ফিরে গিয়ে শঙ্খটা তুলে নেয়, সেটা না দেখলে বিশ্বাস হয় না!

যাই হোক, বাসার সবাই একমত হল, এটিকে আর বাসায় রাখা যাবে না তাহলে এমনিতেই না খেয়ে মরে যাবে। সমুদ্র অনেক দূর সেখানে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কাছাকাছি কোথাও পানির আশপাশে ছেড়ে দিতে হবে। বেচারার কপাল ভালো হলে পানি ধরে ধরে একসময় সমুদ্রে পৌঁছে যেতে পারে। আমার উপর ভার পড়ল সেটিকে ছেড়ে দিয়ে আসার।

আমি পোকাটিকে বাক্সে পুরে হেঁটে হেঁটে একটা নালার কাছে এসে বাক্সটি খুলে দিলাম। পোকাটি বাক্স থেকে বের হয়ে লম্বা লম্বা পায়ে নালার কাছে গিয়ে পানিটি একটু ছুঁয়ে দেখে, তারপর দ্রুত ফিরে এসে শঙ্খটা পিঠে তুলে নিয়ে আবার নালার কাছে ফিরে যায়। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে এদিকে সেদিকে তাকায় তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে থাকে। আগাছা আর জঙ্গলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মিশে গেল, আমি আর খুঁজে পেলাম না।

বড় হয়ে পোকাটির কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। একদিন কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেবার জন্যে টেলিভিশনের সামনে বসেছি, দেখি সামুদ্রিক প্রাণীর উপরে একটি অনুষ্ঠান। সমুদ্রের আশ্চর্য আশ্চর্য সব প্রাণীদের দেখাচ্ছিল হঠাৎ দেখি আমাদের সেই লাল পেয়ে পোকা!

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

জানতে পারলাম এই পোকাগুলির নাম হচ্ছে হারমিট ক্র্যাব, এদের সাথে শঙ্খের কোনো সম্পর্ক নেই। নিজেকে রক্ষা করার জন্যে একটা খালি শঙ্খ খুঁজে নিয়ে সেটাকে কাঁধে রেখে ঘুরে বেড়ায়! কখনো কোনো বিপদ দেখলে শঙ্খটার ভিতরে আশ্রয় নেয়!

অনুষ্ঠানটি শেষ হলে মনে হল ভাগ্যিস টেলিভিশনের সামনে এসে বসেছিলাম, এ ছাড়া কখনোই জানতে পারতাম না আমাদের সেই লাল পেয়ে পোকার কথা!

shaibalrony@yahoo.com
01711982559

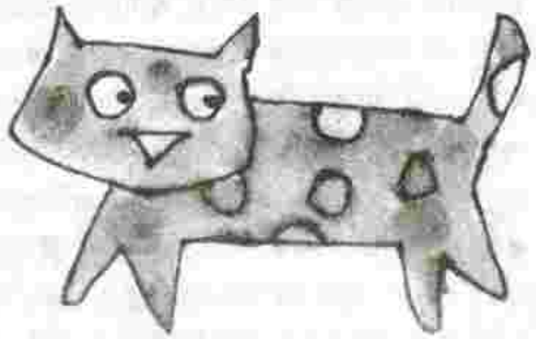

বিড়াল

আমরা যখন বগুড়া থাকতাম তখন বগুড়ার অবস্থা অনেকটা শায়েস্তা খাঁর আমলের মতো, বিশ টাকা মণ চাল, চব্বিশ টাকা মণ মুড়ি, টাকায় ষোলটা ডিম, গরুর মাংসের সের বারো আনা! আম্মা প্রথম দিন আম কিনতে গিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন, একশ আম কিনেছেন কিন্তু আমওয়ালা দুশ আম দিয়ে গেল। বগুড়াতে নাকি একশ মানে দুশ!

যাই হোক আমাদের বাসায় ঘর দরজার সাথে যে জিনিসটি পেয়েছি সেটি হচ্ছে একটা বিড়াল। বিড়ালের জন্যে আমাদের কারোই খুব একটা মায়া নেই, আমি আবার এক ডিগ্রি বেশি। তাই কেউ আশেপাশে না থাকলে আমি সুযোগ মত বিড়ালটাকে দুই এক ঘা হাঁকিয়ে দিতাম। বিড়ালটাও সম্ভব হলে আমার থেকে একটু দূরে দূরেই থাকত। বাসায় আম্মার সাথেই তার যা একটু ঘনিষ্ঠতা। খিদে পেলে লেজ লম্বা করে আম্মার পা ঘষে তার সে কী আদুরে ম্যাও ম্যাও ডাক! আম্মাও প্রথমে দুএকটা ধমক দিয়ে ঠিকই দুধ দিয়ে মেখে ভাত দিতেন!

সেই বিড়ালের হঠাৎ একদিন বাচ্চা হল, বিড়াল দেখে আমাদের যতই গা জ্বালা করুক বিড়ালের বাচ্চা দেখে সবার চোখ জুড়িয়ে গেল! কী সুন্দর একেকটি বাচ্চা, একটি আবার লালচে রংয়ের অনেকটা বাঘের বাচ্চার মতো।

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

বিড়ালটি এবারে তার উপরে আমাদের অত্যাচারের শোধ নেয়া শুরু করল, কিছুতেই বাচ্চাগুলিকে আমাদের ধরতে দেবে না! বাচ্চাগুলির ঘাড়ে কামড়ে ধরে এখান থেকে সরিয়ে সেখানে, সেখান থেকে এখানে লুকিয়ে রাখতে লাগল। শুধু তাই নয় বাচ্চাগুলিকেও কী যেন বলে রেখেছিল, আমরা যতবার তাদের ধরতে যাই ফোঁস ফোঁস করে সে কী প্রতিবাদ। যাই হোক শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে বাচ্চাগুলির সাথে ভাব করা গেল, কী তুলতুলে নরম একেকটা বাচ্চা, কী সুন্দর দেখতে আর কি চমৎকার গায়ের রং! আমাদের কোলে পিঠে বাচ্চাগুলি মানুষ (নাকি বিড়াল!) হচ্ছিল, তার মাঝে এক যক্ষধন।

বাজার থেকে ছোট মাছ আনা হয়েছে, আম্মা রোদে বসে সেই মাছ কুটছেন। ছোট মাছের সাথে কয়েকটা পটকা মাছও আছে আমরা সেগুলি নিয়ে ফুলিয়ে বেলুনের মতো করে খানিকক্ষণ খেলাধুলা করে শেষে বিড়ালের বাচ্চাগুলিকে খেতে দিলাম। কোনো কোনো পটকা মাছ বিষাক্ত হয় জানতাম না, যে কয়টি বিড়ালের বাচ্চা সেই পটকা মাছ খেল ঘন্টাখানেকের মাঝে সেগুলি মরে শেষ হয়ে গেল। একটি বাচ্চা করুণ স্বরে আর্তনাদ করে নিজেকে টেনে হিচড়ে নিয়ে বেড়াতে থাকল, বেচারার শরীরের পিছন দিকটা অবশ হয়ে গেছে। সেই থেকে আমি পটকা মাছ থেকে খুব সাবধান।

যাই হোক, বণ্ডড়া আমরা অনেকদিন ছিলাম, তাই বিড়াল দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এমন কি চতুর্থবার বাচ্চা দিল। বাচ্চাও কম নয় একেকবার তিনটি চারটি করে। সেই বাচ্চাগুলিও বড় হয়ে তারাও বাচ্চা দেয়া শুরু করল, কাজেই একসময়ে বাসায় শুধু বিড়াল। বিড়াল, তার ছেলে মেয়ে নাতি নাত্নী, ভাই পো, ভাইঝি সে এক এলাহী কাণ্ড! সবাই বাচ্চা থেকে বড় হয়েছে, আর যখন বাচ্চা ছিল তখন সবাই আমাদের কোলেপিঠে মানুষ, তাই কোনটাকে আর ফেলে দিতে পারি না! কিন্তু বিড়াল প্রাণীটা একটু অকৃতজ্ঞ বটে। এত যত্নআত্তি করার পরও চুরি করে প্লেট থেকে মাছটা মাংসটা তুল নেয়। দুধ খোলা থাকলে খেয়ে শেষ করে গোঁফে তা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ইদুর মেরে খেয়ে শেষ করতে না পারলে বিছানার নিচে রেখে দিব্যি তার কথা ভুলে যায়! একসময়ে অতিষ্ঠ হয়ে বিড়ালগুলি ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হল। আমার তখন এমন একটা বয়স যে এধরনের কাজগুলি তখন আমার করতে হয়। অবশ্যি আমার বন্ধুবান্ধব

অনেক, তারা আমাকে সাহায্য করার জন্যে সব সময় প্রস্তুত, বিশেষ করে এধরনের কাজে!

প্রথম একটি দুটিকে ফুসলে নিয়ে বস্তায় ঢোকানো হল, তাই দেখে অন্যগুলি সাবধান হয়ে গেল, আর কিছুতেই ধরা দেয় না। তখন বেতের মোড়া দিয়ে আচমকা পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ধরার চেষ্টা করা হতে থাকে! সবগুলিকে ধরা গেল না, তাই যে কয়টি ধরা হয়েছে সেগুলিকে বস্তায় বন্দী করে সাইকেলে করে চলে গেলাম অনেক দূরে! রাস্তার পাশে এক জায়গায় বস্তা খুলে দিতেই বিড়ালগুলি বের হয়ে পালিয়ে গেল এদিকে সেদিকে। এভাবে তিন চারবারে প্রায় সবগুলি বিড়ালকে নিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছি, একটি ছাড়া। সে বেচারী একটু বোকা মতন, তার ভাই বোন মামা চাচাদের এত বড় বিপদ দেখেও সাবধান হবার কোনো নাম নেই, আমাদের ধারে কাছে ঘোরাঘুরি করে, ল্যাজ লম্বা করে সোহাগ করে। কী মনে করে সেটিকে আর ফেলে দিলাম না, সে বাসাতে থেকে গেল।

আমাদের কপাল, কয়দিনের ভিতরেই আম্মা বিড়ালটিকে দেখে বললেন সেটির নাকি বাচ্চা হবে! বিড়ালটি বোকা, কাজেই সে নিজেও জানে না ঠিক কী হচ্ছে, মুখ কাচুমাচু করে ঘুরে বেড়ায়, যাকেই কাছে পায় তার উপরেই শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকে। কয়টা বাচ্চা হবে সেটা নিয়ে জল্পনা কল্পনা হতে থাকে। কেউ বলল চারটা কেউ বলল ছয়টা, যারা নিরুদ্দেশবাদী তারা বলল আটটা!

শেষ পর্যন্ত বিড়ালটির বাচ্চা হল। আটটা নয়, ছয়টা নয় চারটাও নয়, মাত্র একটা! সে যে কী সুন্দর বাচ্চা না দেখলে বোঝানো যাবে না। মোটাসোটা নাদুসনুদুস সাদা রংয়ের ছানা, এখানে সেখানে একটু কাল রং ছড়ানো ছিটানো, সেটা সাদা রংটাকে আরো ফুটিয়েছে। তার মা যে রকম বোকা সেও সেরকম বোকা, সে যে এখন ছোট এবং এখন যে তার মায়ের কাছে থাকার কথা সেটা সে জানত না। চোখ ফুটতেই তার খেলা শুরু হয়ে গেল, আম্মা নামাজ পড়ছেন তার পায়ের আঙুল নিয়ে খেলা, আত্তাহিয়াতু পড়ার সময় তর্জনী তুলেছেন ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটিকে ধরে ফেলল। সোয়েটার বানানোর সময় তো কথাই নাই, উলের গুটিটা নিয়ে সে যে কী করত যারা বিড়ালের বাচ্চাকে সেটি করতে না

[illegible] পারবে না। এখনো ছোট্ট হাঁটতে হাঁটতে গড়িয়ে পড়ে যায় কিন্তু তার থামার সময় নেই, সারা ঘর বাড়ি চক্কর দিয়ে বেড়াতে থাকে। আমার সারা জীবনে আমি এত সুন্দর একটি প্রাণী দেখিনি।

যাই হোক, বেশ কাটছিল সময়, ঠিক সেই সময় আমাদের পরিচিত কার জানি ডিপথেরিয়া হল। বাসায় তখন ডিপথেরিয়ার গল্প হতে থাকে, ডিপথেরিয়া যে কী ভয়ানক অসুখ আর একবার ডিপথেরিয়া হলে কী কী ভয়ানক ব্যাপার হয় সবাই সেগুলি বলাবলি করতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝেই বিড়ালের প্রসঙ্গ এসে পড়ে এবং বাসায় বিড়াল থাকলে ডিপথেরিয়া হওয়ার আশঙ্কা যে কত গুণ বেড়ে যায় সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝেই আমার ডাক পড়ে, বাসার শেষ বিড়াল দুটি, মা আর ছেলেকে ফেলে দিয়ে আসতে হবে।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু কিছু করার নেই। সবাই বাচ্চাটিকে শেখরারের মত আদর করে দিল। ওদের বস্তায় পুরতে কোন অসুবিধেই হয়নি, ওরা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনি আমি ওদের এরকম একটা কিছু করতে পারি। সাইকেলে করে অনেকদূর গিয়ে বস্তার মুখ খুলে দিলাম, দুজনেই লাফিয়ে বের হল। বাচ্চাটি ডাকছে শুনে মনে হল একটা ছোট্ট বাচ্চা কাঁদছে। মা অপরিচিত জায়গাটা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে আমার দিকে দেখে এরপর আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। বাচ্চাটি মায়ের পিছু পিছু যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে অনুযোগের সুরে কী যেন বলল, শুনে আমার বুকের ভিতরটা নড়েচড়ে গেল কিন্তু তবু দাঁড়িয়েই থাকলাম। জীবনে সবাইকেই কিছু না কিছু নির্মম কাজ করতে হয়, আমাকেও করতে হয়েছে, তখনো জানতাম না এটা দিয়েই আমার হাতেখড়ি।

এরপর বেশ অনেকদিন পার হয়ে গেছে, আমরা বিড়ালদুটির কথা প্রায় ভুলেই গেছি। ছেলেবেলার এটি একটি সুবিধে, সব সময়েই নূতন নূতন কাজ নূতন নূতন খেলা কোনো কিছু আর বেশিদিন মনে স্থান পাবার সুযোগ পায় না। তার ওপর পরীক্ষা এসে যাচ্ছে, পড়াশোনার খুব চাপ। শীতকাল, বগুড়ায় তখন প্রচণ্ড শীত পড়ত, রোদে কাঁথামুড়ি দিয়ে পড়াশোনা করছি এমন সময় হঠাৎ দেখি গেট দিয়ে বিড়ালের বাচ্চাটা এসে ঢুকল, তার মা সাথে নেই সে একা।

বাচ্চাটি অনেক বড় হয়েছে কিন্তু শুকিয়ে কাঠ। হাঁটার শক্তি নেই, আস্তে আস্তে কোনোমতে এসে ঢুকেছে। আমরা সবাই হতবাক। আমি অনেক বিড়াল ফেলে [illegible] নোটি ফিরে আসতে পারেনি, এই প্রথম। বাচ্চাটি একবারও ডাকল না আস্তে আস্তে হেঁটে বাগানের মাঝখানে রোদে গিয়ে বসল। খুব ক্লান্ত কিন্তু কেন জানি শুয়ে পড়ল না, মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ করে বসে রইল। বিড়ালের বাচ্চা যখন একটু বড় হয়ে যায় তখন তার সৌন্দর্য হঠাৎ করে শেষ হয়ে গিয়ে দেখতে কেমন জানি হতচ্ছাড়ার মতো হয়ে যায়। কিন্তু এই বাচ্চাটি একটু বড় হয়ে এত রোগা থেকেও এখনো অপূর্ব সুন্দর। আমি তাড়াতাড়ি বাটিতে করে একটু দুধ নিয়ে দিলাম। বাচ্চাটি দুধটা শুঁকে দেখল কিন্তু খেল না, যেন ছোট্ট বাচ্চা তার মায়ের উপর অভিমান করেছে। আমার এত কষ্ট লাগল যে বলার নয়।

বাচ্চাটি সারাদিন সেখানে বসে থেকে বিকেলে মারা গেল। বিড়ালের অনুভূতি মানুষের মতো নয়, বিড়াল নিশ্চয়ই মানুষের মতো রাগ দুঃখ বা অভিমান করতে পারে না কিন্তু তবুও আমার কেন জানি মনে হয় বাচ্চাটি আমাদের ওপর অভিমান করে মারা গেছে। আমি এখনো সেজন্যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না।

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

shaibalrony@yahoo.com
01711982559

ইঁদুর

আমরা তখন কুমিল্লা থাকি। কুমিল্লা এমনিতে খুব সুন্দর জায়গা, আমাদের বাসাটিও খুব সুন্দর। চমৎকার দোতলা দালান সামনে মাঠ, পিছনে পুকুর। যারা কুমিল্লা গেছে তারা জানে যে কুমিল্লা হচ্ছে পুকুরের দেশ, যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই পুকুর, পুকুরে আবার রয়েছে মাছ। আমি নিজে অবশ্যি ছিপ দিয়ে মাছ ধরে আরাম পাই না, ধৈর্য ধরে বসে থাকতে আমার কোন আপত্তি নেই যদি না তাতে কোন মাছ পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকত। কিন্তু ছিপ দিয়ে মাছ ধরায় কোনো রকম গ্যারান্টি নেই, সারাদিন বসে থেকে খালি হাতে ফিরে আসা এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়, দেখে শুনে মনে হয় সেটাই বুঝি স্বাভাবিক। এর থেকে জাল দিয়ে মাছ ধরা অনেক ভালো, প্রতিবার জাল টেনে তোলার সময় একটা উত্তেজনা থাকে, এবারে কী ধরা পড়ল। যারা ছিপ দিয়ে মাছ ধরে তারা অবশ্যি দাবি করে যখন বড়শিতে একটা মাছ লাগে, সেটাকে খেলিয়ে তুলতে যে উত্তেজনা তার কাছে নাকি অন্য সবকিছু পানশে। হবে হয়ত!

যাই হোক সেই কুমিল্লার বাসায় বারান্দায় বসে আছি হঠাৎ দেখলাম একজন কিছু ময়লা জিনিসপত্র আবর্জনা ফেলার জায়গায় ফেলে গেল। দূর থেকে মনে হল সেখানে কিছু একটা নড়ছে। বাসায় একটা হাতে তৈরি করা

টেলিস্কোপ ছিল, সেটা চোখে লাগিয়ে দেখি একটা ইঁদুরের বাচ্চা। একেবারেই খাটি দেশি নেংটি ইঁদুর, এখনো চোখ ফুটেনি, আঁকুপাকু করে হাঁটছে। বাচ্চাটির [illegible] ঠিক করলাম এটাকে রক্ষা করতে হবে। আমার ছোট ভাই, সে সব কাজে আমার ডান হাত। তাকে ইঙ্গিত দেয়া মাত্র সে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে এল।

স্বাভাবিক ভাবেই বাসার সবাই ছি ছি করতে থাকে, কিন্তু আমরা এই বাসাতেই মানুষ কাজেই কোনটা শুনতে হয় আর কোনটা শুনতে হয় না খুব ভালো করে জানি। অন্যদের কথায় কান না দিয়ে আমরা কাজে লেগে গেলাম। একটা জুতার বাক্সে চমৎকার একটা বিছানা তৈরি করা হল। শীতে কষ্ট না পায় সে জন্যে আরামদায়ক কম্বল। খিদে পেলে খাবার জন্যে গরম দুধ। বাচ্চাটির চোখ ফুটেনি তাই হাতড়ে হাতড়ে এদিকে সেদিকে হাঁটতে থাকে। আমরা দুই ভাই আদরযত্ন করে বেচারার মায়ের অভাবটা পূরণ করার চেষ্টা করছিলাম পরে দেখা গেল সেটাই হয়েছিল সর্বনাশ। একদিন পর বাচ্চাটির যখন চোখ ফুটল, তাকিয়ে দেখল আমাদের ধরে নিল আমরাই তার বাবা-মা! বাচ্চা যদি তার বাবা মায়ের সাথে সোহাগ না করে তাহলে কার সাথে করবে? কাজেই চোখ ফোটার পর প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র সেটি আমার হাত বেয়ে বুকের উপর উঠে গেল, কানের ফুটোতে ঢুকতে চেষ্টা করে না পেরে, গলার উপর দিয়ে পেট বেয়ে নিচে নেমে গেল। সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন আমার আম্মা, বাচ্চাটির কোনো ভয়ডর নেই সোজা তার দিকে এগিয়ে গেল। ভয়ডর কেন থাকবে চোখ ফোটার পর থেকে আমাদের দেখে আসছে, কেমন করে জানবে মানুষকে ভয় পেতে হয়? তাই সেটি ভয় না পেয়ে সোজা আম্মার পা বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করল আর আম্মার সে কী চিৎকার! তখনই প্রথম জানতে পারলাম আমাদের যেরকম ইঁদুরের বাচ্চাটিকে দেখেই আদর করার ইচ্ছা করে সেটি সবার জন্যে সত্যি নয়। কেউ কেউ এত সুন্দর জিনিসটিকে ঘেন্না করে কেউ কেউ নাকি আবার ভয়ও পায়!

আমরা দুই ভাই ইঁদুরের বাচ্চাটিকে একটু চোখে চোখে রাখলাম, সে এঘর ওঘর করে বেড়াতে লাগল। কাউকে ভয় পায় না; কেউ এলে দৌড়ে তার শরীর বেয়ে উঠতে চায়। সবকিছুতেই তার উৎসাহ, যেটাই সামনে পায় সেটাই তার

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

পর্যবেক্ষণ করে দেখা চাই। এত ছোট বাচ্চা কিন্তু দাঁতে ধার আছে, কোনো কিছু [illegible] করে কামড়ে দুভাগ করে দেয়। এই ইঁদুরের বাচ্চাটির জন্য বাসায় আমাদের দুভাইয়ের অবস্থা কী হবে সেটা নিয়ে যে একটু দুশ্চিন্তা [illegible] হল না তা নয়।

রাত্রি বেলা সবাই ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ আমার এক বোনের পরিত্রাহী চিৎকার। বিছানায় উঠে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গলা ছেড়ে চিৎকার করছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করার আগেই বলল ইঁদুরের বাচ্চাটি নাকি তার বিছানায় ঢুকে গেছে! এরকম ব্যাপারে মেয়েদের একটু বাড়াবাড়ি করার অভ্যাস তাই ব্যাপারটিকে বেশি গুরুত্ব দিলাম না। ইঁদুরের বাচ্চাটিকে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে একেবারে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এল।

সবাই এসে আবার ঘুমিয়েছি, ঘুমটা মাত্র জমে এসেছে এবারে আরেক বোনের চিৎকার, এবারে ইঁদুরটি নাকি তার বিছানায় ঢুকে গেছে। মশারি গুঁজে কোনো লাভ নেই বীর নেংটি মশারি কেটে ফেলে চোখের পলকে। আমি নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্যে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম।

আবার চোখে ঘুম নেমে এসেছে, হঠাৎ অনুভব করলাম কিছু একটা আমার গেঞ্জির তলায় পেটের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে। কিছু বোঝার আগে সেটি আমার বগলে আশ্রয় নিল তারপর সেখানে থেকে গলার উপর দিয়ে অন্যপাশে চলে এল। লাফিয়ে উঠে সাবধানে ইঁদুরটাকে ধরে বিছানা থেকে নামিয়ে দিলাম। বোনদের চিৎকার যে বাড়াবাড়ি ছিল না তখন সেটি বুঝতে পেরেছি।

সারারাতই এরকম হতে থাকল। কতবার যে ঘুম থেকে উঠে ইঁদুরটাকে বাইরে ফেলেছি তার হিসেব নেই। একবার দরজা খুলে বাইরে রেখে এলাম তাতেও লাভ নেই, কোন ফুটো দিয়ে সে ঠিকই ঘরে ঢুকে পড়ে!

পরদিন ঘুম ভাঙার আগেই বাসার সবাই আমাদের দুভাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যেহেতু আমি বড় কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই দোষ পুরোটুকু আমার। একজন একজন করে সবাই এসে বলে গেল গতরাতে ইঁদুরটি কীভাবে তাদের মশারি কেটে বিছানায় ঢুকে তাদের পেটের উপর দিয়ে, গলার উপর দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছে, সেটা যে কী ভয়াবহ অনুভূতি সেটাও তারা বর্ণনা করে গেল যদিও তার দরকার ছিল না, কারণ সেটা আমি নিজেই খুব ভাল করে

জানি। বেচারা ইঁদুরের দোষ কি? তার ইঁদুর জন্মের সবচেয়ে বড় শিক্ষা, মানুষকে ভয় পেতে হয়, সেটাই তো তাকে দেয়া হয়নি। সে জানে মানুষই হচ্ছে তার সত্যিকার আশ্রয়, যখন কিছু দরকার হবে মানুষের কাছে যাও।

সারাদিন ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। রাত্রি হবার আগেই এবারে ব্যবস্থা নিলাম। ইঁদুরটাকে ভাল করে খাইয়ে একটা শক্ত বেতের ঝুড়িতে পুরে মুখটা ভালো করে বন্ধ করে দিলাম। ইঁদুরটিকে তবু বিশ্বাস নেই, তাই বেতের ঝুড়িটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দিলাম। মেঝে থেকে দশ বার ফুট উপরে ঝুড়িটা ঝুলতে থাকল, বাছাধন যদি কোনোভাবে ঝুড়ি থেকে বেরও হয়, ওখান থেকে নামতে পারবে না। মুখে হাসি নিয়ে বাসার সবাই সকাল সকাল ঘুমাতে গেল, গত রাতে ভাল করে কারো ঘুম হয়নি।

ঘুমিয়েছি হয়তো ঘণ্টাখানেকও হয়নি হঠাৎ অনুভব করলাম কে একজন ছোট ছোট পা ফেলে আমার পেটের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে। বীর নেংটি তাঁর জেলখানা থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। ঘুমের মাঝে হাতড়ে হাতড়ে ইঁদুরটাকে ধরে সেটিকে বিছানা থেকে ছুঁড়ে ফেললাম মেঝেতে! ঘুম যখন নষ্টই করবি অন্য কারোটা নষ্ট কর, আমাকে একবেলা ঘুমাতে দে। কিছুক্ষণের মাঝে এর বিছানা ওর বিছানা থেকে চিৎকার শোনা যেতে লাগল। ইঁদুরটা দিনে দিনে বড় হচ্ছে বুদ্ধিও বাড়ছে সেভাবে। কাকে ঠিক কীভাবে সুড়সুড়ি দিলে সবচেয়ে বেশি চিৎকার করবে কীভাবে জানি শিখে গেছে।

যাই হোক বিভীষিকার রাত্রি কোনোভাবে শেষ হল। ভোরে বাসার সবাই ঘোষণা করল ইঁদুরটাকে জানে না মেরে কেউ নাকি অন্ন স্পর্শ করবে না। আমরা দুভাই অনেক কষ্ট করে সবাইকে শান্ত করলাম। আমি কথা দিলাম, এখন থেকে ইঁদুরটাকে সামলানোর পুরো দায়িত্ব আমার। দরকার হলে লোহার খাঁচা তৈরি করা হবে কিন্তু এখন থেকে আর কারো ঘুম নষ্ট করা নেই।

সেদিন দুপুর বেলা বের হলাম কী একটা কাজে। বাসায় ইঁদুর আসার পর থেকে আমার অন্য কাজকর্ম চুলোয় গেছে! এই ইঁদুরের বাচ্চা পালতেই আমাদের দুই ভাইয়ের জান বের হয়ে যাচ্ছে, আম্মা আমাদের ছয় ভাইবোনকে বড় করলেন কীভাবে ভেবে তাজ্জব হয়ে যাই।

বিকেলে বাসায় ফিরে এসেই দুঃসংবাদটি পেলাম। আমাদের ইঁদুরের

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

[illegible] খেয়ে ফেলেছে। দোতলার বারান্দায় একটা পানি বের [illegible] দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করে ইঁদুরটা নাকি উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। বেঁচে আছে কি না দেখতে আসার আগেই বাসার কুকুরটা কোথা থেকে ছুটে এসে নাকি সেটাকে কামড়ে খেয়ে ফেলল। বিড়াল ইঁদুর খায় জানতাম কিন্তু কুকুরেও খায় সেটা তখনই প্রথমে শুনলাম। আমার প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না কিন্তু আম্মাকে সাক্ষী মানার পর আর অবিশ্বাস করি কীভাবে?

ইঁদুরটার জন্যে বাসায় শোকের ছায়া নেমে এল সেরকম দাবি করব না কিন্তু আমাদের দুভাইয়ের জন্যে সবাই খানিকটা দুঃখ করল। মুখে যদিও সবাই বলেছে ইঁদুরের বাচ্চাটাকে জানে মেরে ফেলবে কিন্তু আসলে তো আর কেউ সেটা চায়নি—অন্তত আমাদের তাই বুঝিয়েছে! সবাই আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলল আবর্জনার বাক্সে চোখ রাখতে হয়তো আরেকটা নেংটি ইঁদুর পেয়েও যেতে পারি।

সে রাতে সবাই অনেকদিন পর শান্তিতে ঘুমাল।

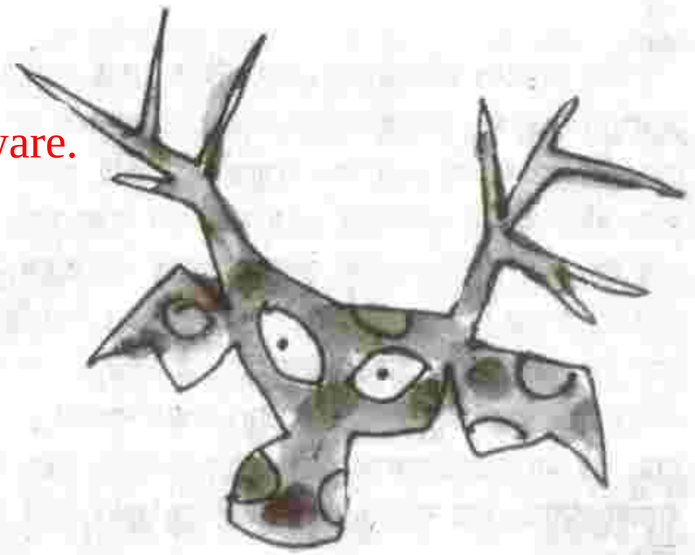

হরিণ

আমরা তখন পিরোজপুরে থাকি। নদীনালার দেশ বরিশাল পিরোজপুরও তার ব্যতিক্রম নয়। দেশের এই দক্ষিণ অঞ্চলটা না দেখা পর্যন্ত পুরো দেশটা দেখা হয় না। এত নদী দেখে আমাদের অভ্যাস নেই তাই প্রথমবার দেখে অবাক না হয়ে উপায় ছিল না। নদীর দুপাশে গ্রাম, যতদূর চোখ পড়ে শুধু নারকেল আর সুপুরি গাছ। নদীতে রকমারি নৌকা পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে, সে এক অপূর্ব দৃশ্য! দিনে দুবার করে জোয়ার ভাটা হয়, মানুষের জীবন এখানে জোয়ার ভাটার সাথে বাঁধা।

আমরা তখন বড় হয়েছি। ভাই বোনেরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, কেউ এখানে কেউ ঢাকায়। ছুটি ছাটাতে সবাই একত্র হলে মনে হয় বেঁচে থাকার মতো আনন্দ আর কিসের আছে! সন্ধ্যাবেলা সবাই ভিতরের বারান্দায় এসে বসি, দূরে গাছে জোনাকি পোকা ভিড় করে, একটি গাছে হাজার হাজার জোনাকি পোকা একসাথে জ্বলছে একসাথে নিভছে। চা খেতে খেতে নীচু স্বরে গল্প হয়। আব্বা কখনো গান শুনতে চান, বোনেরা মাথা দুলিয়ে গায়, সখী ভাবনা কাহারে বলে—আমরা শুয়ে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে গান শুনি। কখনো কখনো ইরা আস্তে আস্তে কাছে আসে, আমাদের শুঁকে দেখে।

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

[illegible]র হরিণের নাম। এক ছুটিতে বাসায় এসে দেখি বাসার ভিতরে [illegible] থেকে যখন আনা হয়েছিল তখন নাকি একেবারে বাচ্চা ছিল, এখন খানিকটা বড় হয়েছে। বড় ভাই আদর করে নাম দিয়েছে ইরা। হরিণ কখনো নাকি ঠিক পোষ মানে না। বনের প্রাণী বনেই বুঝি ভাল। তাই ইরা বলে ডাকলে কখনো কাছে আসে কখনো আসে না শুধু মাথা তুলে তাকায়। বাসার ভিতরে বড় চত্বর সেখানে গাছগাছালির ভিতরে হেঁটে বেড়ায় ঘাস পাতা খায়। চাল খেতে ভালোবাসে, হাতে এক মুঠি চাল নিয়ে ডাকলে এগিয়ে এসে হাত থেকে চেটে চেটে খায়। কখনো কখনো তার গায়ে হাত বুলাতে দেয়, খুব মন ভালো থাকলে নিজে থেকে গলা উঁচু করে কাছে এসে দাঁড়ায়, আমরা গলায় হাত বুলিয়ে দিই। হরিণ খুব সুন্দর প্রাণী দেখে দেখেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

সব মিলিয়ে চমৎকার সময় কাটছিল। বড় হয়েছি তাই মাঝে মাঝে সুখদুঃখ নিয়ে ভাবি। মনে হয় সবাই মিলে হেসেখেলে দিন কাটানো যদি সুখ না হয় তাহলে সুখ কি?

ঠিক তখন একাত্তরের সেই ভয়াবহ সময়টা এল। সারা দেশে নেমে এল দুঃখকষ্ট আর যন্ত্রণা। অত্যাচার অবিচার আর ধ্বংস; মৃত্যু আর মৃত্যু। শুধু মাত্র নিজের দেশকে ভালোবাসার জন্যে তিরিশ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হল। দেশের একটি মানুষও সেই হিংস্র ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি আমরা কীভাবে পাব? দেশ যখন স্বাধীন হল আমাদের সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেছে। আমরা একেকজন একেক জায়গায়, অনেক কষ্টে সবাই সুদূর গ্রামের বাড়িতে একত্র হলাম, আব্বা ছাড়া। তিনি তখন নদী তীরে গাছের ছায়ায় শুয়ে আছেন, তার বুলেটবিদ্ধ শরীরকে নদী থেকে তুলে গ্রামের লোকেরা সেখানে কবর দিয়েছে।

আস্তে আস্তে আবার জীবন শুরু হল। একটা ভাড়া বাসা, গুটি কয়েক কম্বল আর আম্মাকে ঘিরে আমরা ভাইবোন। যাতায়াত শুরু হলে আমি আম্মাকে নিয়ে পিরোজপুরে গেলাম। আব্বা কোথায় আছেন কেমন আছেন দেখার জন্যে। বাসা অনেক আগেই মিলিটারিরা লুটপাট করে নিয়েছে, সে নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। সংসারের মানুষ যখন নেই সেই সংসারে জিনিস দিয়ে

কি হয়?

অনেক ব্যক্তিগত দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের একটা হরিণ ছিল না?

[illegible]রে ইরার কথা মনে পড়ল! সত্যিই তো আমাদের একটা হরিণ ছিল। সুখের সময়ের সোনার হরিণ! আমি বললাম, হ্যাঁ, কোথায় আছে হরিণটা জানেন?

লোকটি বলল সে জানে না কিন্তু এখানে আশেপাশেই কার বাড়িতে নাকি একটা হরিণ আছে। কে জানে হয়ত আমাদের হরিণটাই। আমি একটু খোঁজ করা শুরু করলাম কেন জানি একবার দেখার ইচ্ছা করছিল। এখন হরিণ দিয়ে আমরা কী করব? কঠোর পৃথিবীতে মানুষের জায়গা নেই আর হরিণ।

শেষ পর্যন্ত একটা খোঁজ পাওয়া গেল। মাইল দুয়েক দূরে একটা বাসায় নাকি একটা হরিণ আছে, সম্ভবত আমাদের হরিণটাই। আমি একদিন সেই বাসায় গিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম, ভদ্রলোক সমাদর করে ভিতরে নিয়ে বসালেন। আমি বললাম, আমাদের একটা হরিণ ছিল যুদ্ধের পর থেকে সেটার কোনো খোঁজ নেই। শুনেছি আপনি নাকি একটা হরিণ পেয়েছিলেন?

ভদ্রলোক বললেন তিনি সত্যিই একটা হরিণ পেয়েছিলেন তবে সেটি আমাদের হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। আমাদের বাসা নাকি মিলিটারিরা খুব খারাপভাবে লুটপাট করেছে, তখন নিশ্চয়ই হরিণটাকে গুলি করে মেরে নিয়ে গেছে খাওয়ার জন্যে। ভদ্রলোকের কথায় যুক্তি ছিল, আমি তবু একবার হরিণটাকে দেখতে চাইলাম। এটি হয়ত আমাদের হরিণ নয়, আর আমাদের হলেও আমি সেটা নিয়ে যাব না তবু একবার দেখতে চাই। ভদ্রলোক সাথে সাথে আমাকে নিয়ে ভিতরে গেলেন, বাড়ির ভিতরে বড় জায়গা কোথায় হরিণটা আছে খুঁজে পেলে হয়। ভদ্রলোক বললেন, হরিণ মানুষের কাছে আসতে চায় না, পালিয়ে থাকে।

আমি খুঁজে খুঁজে হঠাৎ দূরে হরিণটাকে দেখতে পেলাম বেশ বড়োসড়ো চিতল হরিণ, দেখে বোঝার উপায় নেই এটা কি আমাদের সেই ইরা না অন্য কোন হরিণ। কী মনে হল জানি না, আমি দুহাত মুখের কাছে নিয়ে সুর করে ডাকলাম, ই-ই-ই-ই-রা, আগে যেভাবে ডাকতাম। হরিণটা হঠাৎ কান খাড়া

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

করে মাথা তুলে দাঁড়াল, তারপর মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। হঠাৎ কী [illegible] লাফ দিয়ে সে আমার দিকে ছুটে আসতে থাকে, আমার [illegible] কাছে মুখটা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি ওর গলা জড়িয়ে ওকে আদর করি, সে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে আমার আদরটুকু গ্রহণ করে। এটা ইরা, আমাদেরই হরিণ সুখ নামের সেই সোনার হরিণ। আমার চোখে কেন জানি পানি এসে গেল।

ভদ্রলোক খুব অবাক হলেন, একটু মনে হল লজ্জাও পেলেন। হরিণ কখনো পোষ মানে না, তিনিও তাই জানতেন। এক বছর পর নিজের নাম মনে রেখে আমার কাছে এভাবে ছুটে আসার মতো অবাক ব্যাপার কী আছে? ভদ্রলোক তখন তখনই হরিণটি আমাকে দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন কিন্তু আমি হরিণ দিয়ে কী করব?

আমাদের সাথে দেশ থেকে একজন লোক এসেছিল কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য। তার গল্প শুরু করলে শেষ করা যাবে না বলে আমি তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করছি না। সে আমার সাথে পুরো ঘটনাটি দেখেছে তাই যেই মুহূর্তে ভদ্রলোক হরিণটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন সে ঘোষণা করল সে হরিণটি নিয়ে যাবে, পুরো দায়িত্ব তার।

তখন দেশে কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। ট্রেন চলে না কারণ ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া হয়েছে, গাড়ি চলে না কারণ রাস্তা নেই এই অবস্থায় সে হরিণটাকে কীভাবে নেবে আমার জানা নেই, সত্যি কথা বলতে গেলে আমার জানার ইচ্ছাও নেই।

সে সত্যি সত্যি হরিণটি নিতে পারবে আমি বিশ্বাস করিনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি সে হরিণটি সুদূর গ্রামের বাড়িতে এনে হাজির করেছিল, সেটি আরেক কাহিনী। সে অঞ্চলের মানুষ হরিণ খুব বেশি দেখেনি তাই আমাদের ইরা যে দশ গ্রামের আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাতে অবাক হবার কী আছে। একেবারে মুক্ত অবস্থায় গ্রামের খেতেখামারে সে ঘুরে বেড়াত কার সাহস বা ক্ষমতা আছে তাকে ধরার? নাম ইরা হলেও সে মেয়ে নয়, ছেলে হরিণ। তাই বড় হয়ে উঠলে তার মাথায় শিং গজাল। কী তার চেহারা, গ্রামের মাঠেঘাটে ঘুরে

বেড়াচ্ছে, দৃশ্যটা ভোলার নয়।

হরিণের গল্পের শেষটুকু ভালো নয়। সত্যি গল্পের এই হচ্ছে সমস্যা, [illegible] সেটা দিয়েই শেষ করতে হয়। আমরা তখন ঢাকায়, দেশ থেকে চিঠি এল তাতে ইরার খবর দিয়েছে, না দিলেই ভালো ছিল। সবাই মিলে নাকি ইরাকে জবাই করে খেয়ে ফেলেছে। চমৎকার সুস্বাদু নাকি হরিণের মাংস।

If You Need More Books of Humayun Ahamed & Md. Jafar Iqbal please contact with us:
shaibalrony@yahoo.com
01711982559